ঝঙ্কার।

(গীতিকাব্য।)

শ্রী সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তপ্রণীত।

" I shall die
Like a sick eagle gazing on the sky."
Keats.

কলিকাতা।

১০১ নং, মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট,

সংবাদ প্রভাকর যন্ত্র।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০।

সূচিপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

৩৫পৃষ্ঠার ৫ম শ্লোকের নিম্নদেশ হইতে এই কয়টী ছত্র ভ্রম-বশত উঠিয়া গিয়াছে।—

" কোথা দেবী রাখ মোরে,
তোমার মমতা-কোলে,
কাঁদে প্রাণ আকুলিত অশ্রুবারিধার !"

উপহার।

অনন্ত আঁধার হ'তে, আকাশ নীলিমাপটে,
দেখা দেয় যথা এবে সন্ধ্যার তারাটী ;—
সেইরূপ ঘুরে ঘুরে, গোধূলির প্রাণ হ'তে
প্রবীণ গাছের ডালে কুসুম-ফুলটী
—শুইয়ে র'য়েছে যেন মায়ের শিশুটী !
শিশুটী উঠিল জেগে,—
শুনিল অদূর—দূরে,—
গাহিতেছে ভাঙ্গা তানে, একটী সে পাখী ;
করুণ মাথান তান,
নিস্তব্ধ জগন্ত-গান,
দূর স্বপন-সরে হৃদি মাঝে ঢালি !
উঠিল জাগিয়ে সে,
আছিল প্রাণেতে যে,—
মায়ের কোলেতে শুয়ে হাসিল আবার
—হাসে শিশু মায়ের অধরে !

শিথিল প্রেমের খেলা,
নব নব ভাবলীলা,
নূতন তরঙ্গ যেন উঠিল নদীতে ;
ছুটে গেল নির্ঝরের ধারে,
ছুটে গেল পর্ব্বতের পাশে,
নদীর ধারেতে গিয়ে মগন হইল !—
আপন প্রাণের মাঝে সকলি হেরিল !
—মগ্ন হ'য়ে সুন্দরের ধ্যানে,
মগ্ন হ'য়ে জগতের গানে,
পরাল' স্বপন-মালা মায়ের গলাতে !

ঝঙ্কার।

—— ** ——

একটী তারা।

আঁধার গগনে কত তারা ফোটে—
তারা চেয়ে দেখে—
মম প্রাণ পোড়ে।
থাকি তারা পানে, চেয়ে প্রাণ ভোরে—
বুঝি হাসে তারা মোর রঙ্গ দেখে!
হাস্ তারা, আমি চাইনে তোরে—
মম প্রাণ কাঁদে!
হাসি হাসি, বড় ভালবাসি, তাই কাছে আসি,—

নইলে সাধ কিরে—
মোর ঝাঁপ দিতে—
ঐ শিখা পরে ?

একটী তারা—
ও যে হৃদয়হারা,
মম সাধের ধন, ও যে হৃদয় ভরা !
কত কথা বলে, ও যে করে মানা--
যবে সাধ করে, মম সাধ ফেলে।

বাল্য স্বপ্ন।

আজি এ হৃদয়ে, সহসা কেন রে,
জাগিয়া উঠিছে তান ?
ঘুমে ঢুলু ঢুল, হৃদয় আকুল,
গাহিছে প্রাণের গান।
দূর হ'তে আসে, স্মৃতি-সমীরণে,
একটী প্রাণের ছায়া ;

আধখানি তান, আধখানি গান,
প্রভাত-রবির কায়া!

যেই দিন প্রেমে, জ্ঞানহারা হ'য়ে,
পাগল পরাণ মোর,
গেয়েছিল গান, আধ আধ তান,
সুরেতে হইয়া ভোর;
নিমেষে ভুলিয়ে, মায়ের কোলেতে
সেই অপরূপ প্রেম!
গ্রন্থিবিনোদন, হইল শোভন,
পাষাণে প্রকাশি হেম।

শ্যাম কলেবর, নিরখি মানব,
শ্যামে ডালি দিল প্রাণ,
শ্যামেতে মোহিয়া, শ্যামেতে ঢালিয়া,
গেয়েছিল এক গান।
সেই গানখানি, আজ বুকে আসি,—
আঁধার হৃদয় মোর,—
ক্ষণে ক্ষণে যেন, চপলার মত
খেলিছে হৃদয় ভোর।

স্বপন দোলায়, দোলায়ে বালায়,
খেলে হাসি হাসি প্রাণে—

সেরূপ জাগায়, পরাণ কাঁদায়,
বাঁধি রাখে পুন প্রেমে!
ধীর ধীর বায়, পাখীকুল গায়,
শিহরে পরাণ কাঁদে।
ধীরি ধীরি যাই, মৃদু চুমি খাই,
পুনরপি আশ মেটে।

শান্ত নিশিথিনী, অদ্ভুত যামিনী,
শুইয়া জননী কোলে,—
দেখিছি স্বপন, লীলা সে আপন,
সুদূর দোলায় দুলে।
চাঁদিমা খেলিত, লহর উঠিত,
ঝিকিমিকি করি যেন!—
ধরিতে যাইত, হাত প্রসারিত,
আশ মিটিত না কেন?

সেই ছিল সুখ, এই এবে দুখ,—
কাতর পরাণ কাঁদে,
যা ছিল তা ছিল, সকলই গেল,
বাঁধিয়া রাখিল প্রেমে!
প্রেমে ভরা তান, মাতোয়ারা গান,
স্বরগ উছলি যেন;

সতত আসিছে কাঁদাতে আমারে—
ভুলিতে পারি না কেন?

বিদায়।

কাতরপরাণ মাতা,
নয়নে উছলে ধারা,
বিদায় দিলেন মোরে শোকশান্ত মনে।

ধীরে ধীরে বারি ঝরে,
অদূরে সরযূ গাহে,—
দীন নেত্রে যাচিলেন দেবতার পায়ে।

ফুটিল মাধবী ফুল,
গুঞ্জে ভ্রমে অলিকুল,
স্বপন আবেশে গিয়ে পড়িল তথায়।

অঞ্জলি অঞ্জলি আর',
কত যে দিলেন পুন,

মরণের শেষ বায় লুটায় কেবল !

আঁখি পরে শুধু আমি,
চাহিয়া চাহিয়া কাঁদি,
নিশি-প্রাণে ভেসে যায় সঙ্গীতের ধারা !

গগনের প্রান্ত ভাগে,
স্বপন রাজ্যের মাঝে,
যেন যায় ধীরে ধীরে লুকাইতে তথা।

গোধূলি আসিছে ক্রমে,
জগত যাইছে নিভে,
কি যেন সে যবনিকা ঢাকিছে প্রাণেতে !

আঁধার প্রাণের পরে,
একটী তারকা জাগে,
অকস্মাৎ হেরি যেন দুর নিধি পারে !

প্রবল তরঙ্গাঘাতে,
কাঁপে বুক থর থরে,
মৃদু ক্ষুদ্র দীপ যেন যামিনীর প্রাণে।

নিভে গেল, নিভে গেল,—

বুঝি সকলি ফুরাল,
একটী জ্যোতির কণা, তাও বুঝি গেল !

অনন্ত আঁধার শুধু,
দিবার প্রাণের বঁধু,
খেলিতেছে রঙ্গচ্ছলে জগতের মাঝে !

সারা দিন একি খেলা,
সারা দিন একি কথা,
উদ্ভ্রান্ত উদাস চিত পাগলের মত ?

অলীক স্বপন ভ্রমে,
তারাটী আমার কোলে,
ঘুম ঘোরে খেলা করে এইরূপ ক'বে।

নাচিয়া নাচিয়া উঠে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটে,—
মোহিনী তানের সাথে আপনা হারায়ে।

দিগ্‌ভ্রম হ'য়ে আমি
নীরবেতে জাগি যামি,
উচ্ছ্বসিত হৃদি মোর, প্রেম পারাবার !

কোথাও না পাই খুঁজে,
বিস্তীর্ণ সংসার মাঝে,
একটী মধুর হাসি,—প্রাণের বিকাশ।

স্নেহময় অঙ্ক পরে,
আর কি রে পাব ফিরে,
সে মধুর প্রাণঢালা গলিত সোহাগ?

নয়ন মুদিয়া গেল,—
সে হাসিমা প্রাণে র'ল,—
কল্লোলিনী কলস্বরে আবার গাহিল।

জীবন প্রদীপ।

লহরে লহরে ভেসে, চলেছ উধাও হ'য়ে,
বল প্রাণ কার তরে এত মাতোয়ারা,—
ক্রন্দনের রোল কভু শুনেছ কি হেথা?
অনন্ত সে নীলাকাশ, অনন্তেতে তোর বাস,
অনন্তেতে পূর্ণ তোর হৃদয় আগার,—
কেন তবে সাধ ক'রে ভাঙ্গ হৃদাগার?

শান্তিময় ললাটে তোমার, বাঁধিয়া দিয়েছে যবে
অমূল্য রতন,—
বিধিদত্ত ধন,—
গাও তবে পীযূষ ধারায়।
বৃথা কাঁদ—বাঁধ বুক, হওরে প্রবীণ,
কালের স্রোতেতে ভেসে যাবে হে প্রদীপ।
অতি দূর—দূরান্তরে,
বিশাল তরঙ্গ পারে,
প্রদীপ এক দেখা যায় অতীব সুন্দর।
মিট্ মিট্ করে আলো,
হেরি সে যন্ত্রণা জাল,
মানস কুসুমে হয় কতই সঞ্চার।
চুমিয়া চুমিয়া ধরা,
আসে সে পাগল পারা,
ঘুমায়, দেখে না আর, অনন্ত আঁধার!
হাসি শশী ধেয়ে যায়,
সুন্দর জোছনা ভায়,
আলোক মালিনী আহা,—সেই সুধাধার!
তাই বলি হে লহর যেও না'ক দূরে,
কার্য্য সাঙ্গ হবে তোর ভোগবতী তীরে।

বরষণ।

নীরব আঁধার, নীরব হইয়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ধারে ;
হাসিতেছে যেন ভ্রুকুটির সাথে,
প্রলয় পিনাক রূপে।
গাঢ় মেঘদল, আর' গাঢ়তর,—
ছাইল গগন কোলে ;
চকিতে মোহিয়ে, চকিতের সাথে,
হরষে দামিনী খেলে !

দিগ্ দিগঙ্গনা, বিস্মিত নয়নে
হেরিছে তরাসে যেন !
এলো চুল তার, কপোল ঢাকিয়ে,
কি জানি পড়েছে কেন।
প্রশান্ত মুখেতে, প্রশান্ত ছায়াটী,
মধুরে ফুটেছে তার ;—
হেরে কবিজন, পায় নিজ মন,
শোধে জীবনের ধার !

কাঁপিল হটাৎ ; কড় কড় বাজ—
রোষেতে পড়িল দূরে ;

ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে, যেন চারি দিকে,
প্রতিধ্বনি গেল ছুটে।
তরাসে অমনি, প্রশান্ত বালিকা,—
তরাসে লুকাল কোথা!
স্তম্ভিতের মত, কিছুক্ষণ মোর,
নয়নে লাগিল আঁধা!

সহসা অদূরে, দেখিনু চাহিয়ে,
হরষে খেলিছে বালা!
ময়ূর ময়ূরী, দুধারে দাঁড়ায়ে,—
কানন করেছে আলা।
ঝুরু ঝুর্ করি, পড়িতেছে বারি,
তিতিয়া দুকুল-বাস;
স্বর্ণ-আভরণ, মরি কি শোভন,
খেলিছে মোহিনী হাস!

লীলা।

বিশ্বসীমা প্রান্তভাগে বিচিত্র কানন,
দুলিয়া দুলিয়া যায় মৃদুল পবন।
দূরে রাখি হিংসা দ্বেষ, মঙ্গল আলয়,
সতত বিরাজে যেন শান্তি সুধাময়।
অস্ত গেল দিনমণি শিখর উপরে,
বিচিত্র সুন্দর ঘটা, ক্ষুদ্র ঘন সাজে।
সমাধি পূরেতে হেথা ফুল সাজাইয়ে,
নির্নিমেষ ভরে বালা চাহিল আকাশে,—
পুন সমাধি পরেতে করুণ-নয়নে ;—
সে লোচনে কত যে হইল ভাব
কে বলিতে পারে ?
অলক্ষ্য প্রভাবে এক জ্যোতির কণিকা
কোথা ভেসে গেল ?—পাগলের পারা ;
যেন ধীরে ধীরে জানু পাতি কহিল দেবেরে—
" কহ মোরে, পরমাণু কত দিন জীবে আর ? "
অবশেষে বক্ষপরে গোলাপ ধরিয়া এক,—
ম্লান মুখ,—বহিতেছে করুণার ধার,
ক্ষণে ক্ষণে পড়িছে বা শ্বাস হৃদি বিদরিয়ে,—
"অপ্রাপ্ত যৌবন তোর রে গোলাপ,—

আর কভু আসিবে কি সে আমার ?—
দিয়েছিল এই ভাবে,—
বুকে করি রেখেছিনু আমি !

*　　*　　*

ভালবাসি প্রাণ ভোরে,
তাই এবে বনবধূ তুমি !

*

" হৃদয়ে হৃদয়ে,　　পরাণে পরাণে,
হাসির সহিত,　　হাসিটি মিলায়ে,
গাহিতে কহিত যবে সে আমায় ;
হৃদয় হারাত,　　পরাণ গলাত,
স্বপনের কথা,　　সতত কহিত ,—
মরিলে কি পুন পাব আর তায় ?
'লীলা' ব'লে যবে　　ডাকিত আমায়,
পুষ্পবৃষ্টি কেন,　　হ'ত যে তথায় ;—
অধীর-নয়ন প্রেমে বিগলিত !—
আদরে যতনে কোলে টানি নিত। "

এ হেন সময়ে লহর আসিয়ে,
ধীরি ধীরি ধীরি, পাদুটি টিপিয়ে,
চুপি চুপি চুপি পানিতল দিয়ে
চাপিয়া ধরিল নয়ন দুটী !—

আবার তখনি সহসা অমনি,
কি জানি কেন সে, পাগলের মত,
বিস্মিত হৃদয়ে ছাড়িয়া দিল !
সেই দিন হ'তে লহর কুমার,
জীবনেতে কেন কাঁদিতে শিখিল ?

অঞ্চলেতে ধীরে অশ্রুজল মুছি,
কবির হৃদয় হৃদয়েতে ঢাকি—
কহিল বালিকা, ফুল-হাসি হাসি—
"পাপিয়সী' আমি, দেখিছ কি আর ?"
তখন লহর, আকাশের পানে—
হৃদয় তাহার ফাটিয়া গেল !
তারকার সহিত গোপনে চালিয়ে
কাতর নয়নে কহিতে লাগিল—
"কহ মোরে সই, তোমারে শুধাই,
ভাঙ্গা ঘরে কেন চাঁদিনী খেলিল ?"

দুই দিন পরে বালা শুইল শয্যাতে,
পাংশুবর্ণ রেখা তার পড়িল মুখেতে,
অধীর নয়ন ক্রমে মুদিয়া আসিল,
ঘোর বাত্যা হ'তে যেন তিমিরে ডুবিল !
লহর কুমার হেথা শয্যার পার্শ্বেতে

থির নেত্রে মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে—
সদাই প্রহর গুনিতে লাগিল !
হাত ধরি বালা কহিল তখন—
"চলিলাম ভাই"—হায় ! হায় ! হায় !
লহরও ঢালিল, মুখে মুখ দিল—
প্রাণশূন্য কায়া ;—কেহ না উঠিল !

যমুনারি তীরে।

ব'সে আছি যমুনারি তীরে ;
বিমানেতে ফুটেছে তারকা ;—
তর তর তান গাহিছে কেমন—
অদূরেতে যেন বাঁশরি বাজিছে !

পিউ পিউ পিউ রবে,
মাতায়ে শ্মশান প্রাণে,
কি যেন—কি যেন ঢালে,—
অতীতের স্মৃতি এক জাগায় পরাণে।

এই খানে ব'সে একদিন—
ধরি হাত দুইজনে,
গেয়ে'ছনু প্রাণ ভোরে ;—
ফুলমালা, আর সেই সোহাগের গীত !

ভস্মীভূত এবে প্রাণ—
স্মৃতির বিহনে,
নাহি আর সে সুষমা হৃদে,—
গায় শুধু দুঃখমাখা গান !

কত দিন এই ভাবে বহিবে জীবন—
না হইবে শেষ ;
সদা জাগে সেই মুখখানি,—
স্বরগের অমরতা ধন !

উদাস—উধাও—প্রাণ
সতত আমার,
কি জানিরে কেন ?
দুঃখভরা কামিনীর কেন এত গান !

হুতাশ।

কুহকে মাখান হায়, হৃদয় আমার ;
ঝরে না'ক অশ্রুজল,
জ্বলে হৃদে প্রেমানল,
প্রেম আশে মাতোয়ারা—উদাস পরাণ !

অগণ্য তারার মালা, প্রাণের উচ্ছ্বাস,
দেখাইয়া চলে পথ,
তাই হৃদে এত সাধ,
ফুল লভিবারে তাই মানস আমার।

অনন্ত—অনন্ত বলি, হৃদয়ে ডরাই ; —
তাই পরাণ গলাই,
পুন হৃদয় জুড়াই,
বলি, প্রাণপ্রিয়ে, পুন পাব কি তোমায় ?

সরমে জড়িত আধ যামিনী প্রকাশ ;
সুখের সলিলে ভাসি,
মৃদু মৃদু হাসি শশী
কুঞ্জের আড়াল থেকে করে বিলোকন !

মানস কুসুম সম, সে স্বপন মোর,
একটী তারকা সহ,
অনন্তে বিলীন হ'ল,
স্বপনের ধূলা খেলা স্বপনে বিলীন !

ব'সে রই মগ্ন মনে,—আকুল পরাণ,
ধেয়ে যায় কোন্ পথে,
শুধালে না কথা কহে,
উপহার দিতে শুধু সাধ করে প্রাণ !

ফুরাইল রত্নখনি, রত্নের ভাণ্ডার ;—
কোথা পাইব আবার,
তাই সুধি অনিবার,
সারদে ! দিয়ে রত্ন কেন হ'রে লও ?

বুঝেছি, জন্মেছি আমি হইয়ে অভাগা,
তা না হ'লে কেন কাঁদি,
কাঁদাও আমারে তুমি,
ভালবাসা লীলাখেলা, সকলি স্বপন ?

জীবন্ত প্রতিমা তুমি, প্রাণের মাঝারে ;
তবু কেন থাক দূরে—

ওই সাগরের পারে?—
ইচ্ছা হয় যাই ভেসে, সমীরণ স্রোতে!

আহা! কি সুন্দর স্থান, নীলিমা বিরাজে,
সারি—সারি, দূরে— দূরে,
শিশুগুলি হেসে হেসে,
ঢলিয়া পড়েছে গায়,—কুসুম শয্যায়!

হবে কি এমন দিন, শিশুটীর মত—
ভেসে ভেসে সমীরণে,
হেলে দুলে বীণাতানে,
শুইয়া থাকিব ওই তুষার শয্যায়?

চাহি না জীবন আর, মরণ কে চায়,
জীবন মরণ মোর,
ওই খানে হবে ভোর,
হে সারদে, এই মাত্র ভিক্ষা তব পায়!

শিশুকালে যবে দোঁহে, খেলিতাম বনে;—
হাত দুটী ধরি মোরে,
কহিতে মৃদুল স্বরে—
এস ভাই খেলা করি তটিনীর ধারে!"

সে তান ভাসিয়ে গেছে, দক্ষিণের বায়,—
জীবন যৌবন মোর,
যার তরে সমর্পণ,
প্রাণাধিকে, তার কি লো এই প্রতিদান ?

ভাল ভাল, পরীক্ষায় বুঝিনু সকল ;
ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হ'ল,
শূন্যভরে উড়ে গেল,
ভালবাসা লীলাখেলা, সকলি স্বপন !

সাধের ফুল।

কার প্রেমে ফুটেছ ললনে, এ বিপুল বিশ্ব মাঝে ?
—ধনী জনে চাহে,
—প্রবীণে আদরে,
—যুবক সন্তাষে,
—যুবতী মাথায় পরে অতি সযতনে ;
কি মোহন তানে তুই ভুলালি আমারে !
না জানি কি তান তোর আছে হৃদে গাঁথা,—

হই মাতোয়ারা ;
স্বপ্নময় আঁখি দুটি স্বপনে খেলায়
—স্বপনে মিলায়।
বহু দিন পরে যবে দেখেছিনু তোরে,
ভুলেছিনু আপনা হারায়ে,
কহ প্রিয়তমে, সেরূপ কি জাগে আর ?—
আহা, বাল্য-সখা গিয়েছে আমার !

একদিন লাল মেঘ উঠেছে আকাশে,
প্রভাতের বায়ু মোর লাগিল গায়েতে ;
ধরি হাত দুইজনে চলিনু কাননে,
ফুল তুলিবার তরে।
দূর হ'তে দেখা'ল মালতী মোরে,—
" দেখ দাদা,
কি সুন্দর ফুল এক ফুটেছে বাগানে !"
হাত তার ধরিয়া যতনে
কহিনু আদরে—
" মালতি, ভগিনি আমার,
গোলাপ ইহারে কহে, জাননা কি তুমি ?"
" না দাদা, "—কহিল সে,
চাহি মম মুখপানে।
হাসি তার ফুটিল অধরে,—

পুন মিলাইয়ে গেল !
আদরিতে তারে কহিনু তখন আমি—
" মালতি, আয় তোরে ফুল তুলে দিই ।"

স্ব-আহ্লাদে বালিকা ধাইল,
পুন হাসি দেখা দিল,
দূর হ'তে দেখা'ল কেমন--
মেঘে যেন অলকা শোভিল !
কণ্টকিত কলেবব, স্পর্শ করি বালিকার,
চম্পক অঙ্গুলি হ'তে রক্ত বাহিরিল,
আরক্তিম মুখে ধীরে, ধীরি চাহি মোর পানে,
কাঁদিয়া ফেলিল বালা আকুল অন্তরে।
ধারা তার বহিল নয়নে,—
দিগন্তের প্রান্তর ভাসায়ে,
সান্ত্বনিতে তারে, কহিনু সাদরে আমি—
"ভগিনি আমার, কাঁদিও না আর,
দিতেছি আমিলো উহা।"

—বিনোদিনী বিমোহিনী তান জাগিছে পরাণে,
জাগিছে পরাণে শৈশবের খেলা ধূলাসনে,
এবে ভুলিব কেমনে বল মোরে ফুল ?
নিশাকালে, অনন্ত আকাশতলে, কেশ এলাইয়ে,

তটিনী বহিয়া যায় ;
গুন গুন স্বরে, কল কল নাদে,
কখন কি ভাবে প্রাণ ঢেলে দেয় ;
শুনিছি জীবনে, তুমিও শুনেছ,
কভু কি বুঝেছ তাদের কথা ?
তাই বলি ফুল, বুঝেছ কি তুমি,
আমার অন্তর ব্যথা ?
আমি ত পারিনে সখি বুঝিতে তাহার কথা।
কি জানি কি কথা কয়,
সদা শূন্য পানে চায়,
ধেয়ে যায় আপনা পাসরি ;
তাই বলি ফুল, বুঝেছ কি তুমি,
আমার অন্তর ব্যথা –
অভাগার মরমের কথা ?
আদরের ধন, তুমিলো গোলাপ,
হৃদয় পরশমণি,
না জানি না বুঝি, তবু তান শুনি,
হৃদয় গলায়ে, প্রাণ ঢালিয়ে,
আপনে আপন হারা হই।

ছায়া ছবি।

১

বহু দিন পরে কেন এ ভাব আবার,
কেন কর বিড়ম্বনা সার?
আঁখিজলে ভেসে যায়, সে কি তোমা ফিরে চায়,
কেন বৃথা তারে ভাব আর?

২

ঘৃণা লাজ পরিহরি, ধাও অনিবার,—
হৃদে ধর দুঃখ পারাবার;
সিন্ধুর তীরেতে বসি, কেন খুলি দুটী আঁখি,
নীরবেতে ফেল অশ্রুধার,—
মেটেনিকি প্রাণের সুসার?

৩

অহো! জীবন আমার, সহিবিরে কত,—
বাল্যকাল এবে তোর হত!
পাষাণ বিদরে দাপে, কত সহিবারে পারে,
ভেঙ্গে যাবে হৃদি শত শত।

৪

উলটি পালটি চিত, সাগর মাঝারে,
ভেসে যায় কোন্ স্বর্গপথে?
নাহি পারি প্রবোধিতে;—রুধিতে কি আছে এবে?
জানিনা সে কোন্ পৃথিবীতে!

৫

মধুর মধুর তান,　প্রাণে সদা জাগে,
জানি না'ক কোথা হ'তে আসে ;
স্বরগ মাতায়ে তান,　উঠিতেছে অনুক্ষণ,
সুন্দর সে হৃদয়েতে ভাসে।

৬

আলোকিত, পুলকিত হৃদয় কন্দর,—
শুনি সেই শ্রুতিসুখকর ;
আহা ! মরিলে কি ভুলি,　কভু সে পরম তুলি,—
মানসে অঙ্কিত বিধাতার !

৭

বীণাপাণি, ধন্যমানি আপনারে আমি,
রচেছিলে শিশুকাল তুমি ;
এবে অন্তিম কালেতে,　দেবী রেখ মোরে মনে,—
যাচি আমি চরণ দুখানি।

প্রভাতী।

একদিন প্রভাতেতে কহিল পরাণ মোরে—
চল যাই ভেসে ওই দূর কাননেতে ;
যথায় মাধবী এক লতিকা সহিত,
খেলে প্রফুল্ল মনেতে,—
সাঙ্গ করে জীবনেতে,
সে অদ্ভুত প্রেম যাহা হৃদয়ে কথিত !
পাগল পরাণ মোর,
ধাইল অমনি সেই—
মহোল্লাস কানন মাঝারে।
দেখে এক বালিকা তথায়,
আকাশের পানে চেয়ে,
গাহিতেছে আন মনে—
গীত-খণ্ড ভাসিতেছে প্রভাত-সমীরে !
রাঙা আভা মেখে গায়,
রাঙা বরণে ঢাকিয়ে—
সেই বালিকা আমার,
গাঁথিতেছে ফুল-হার,
কি জানি কাহার তরে !

সুধাইনু আমি ধীরে, ধরিয়া তাহার কর—
" হে বালা, বলত আমারে
কার তরে গাঁথ ফুল-হার ? "
আনত নয়ন তার,
ধীরে ধীরে নত করি আরো
কুসুম লইয়ে এক ছিঁড়িতে লাগিল !
—বুঝিনু তখন নিজে,
ভাগ্যবান আমি আজ পৃথিবী মাঝারে।
হাসি কুতুহলে কহিনু বালারে—
" হৃদয়ের রাণী মোর, তুমি সুহাসিনী,
দাও মালা, যতনে পরিব উহা,
ভুলে যাব জীবনের সে দুঃখ কাহিনী ! "
কুসুম ফুটায়ে যেন হাসিয়া বালিকা,
গলে দিল কি—স্বরগ সুন্দর মালিকা ;
দুখ ভুলি গেল, বাহু প্রসারিল,
অনন্ত—উদাস প্রাণে ঘুরিতে লাগিল !

---

*—তরে।

সাজায়ে যতনে মোহন ডালি,
আনিলাম যবে প্রিয়ার তরে,
কতই আনন্দ, পরাণে হাসি—
গেল ভেসে এবে স্রোতের মাঝে!

ফুলটি যেমন স্রোতের মাঝে,
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়;—
আমার পরাণ তেমনি ক'রে,
লহরে লহরে নাচিয়া ধায়।

আপন আবেগ রুধিতে নারিনু,
শিথিল বন্ধন খুলিয়ে গেল;
কি জানি কেন সে কথা ভুলিনু,—
পুন এবে হৃদে ঢালিয়া দিল।

জানি না কেন পাখা উঠে তার,
জ্বলন্ অনলে ঢালিয়া দিতে!
কি যেন তাহার আছে যে ধার,
না দিলেই নয়, দিতেই হবে!

গুন্ গুন্ গেয়ে বেড়ায় ঘুরে,—
কমলিনী পাছে ভ্রমর হয়ে ;
আশের আশেতে যায় সে ধেয়ে,
নিদারুণ কথা কি যেন শুনে !—

কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিখার পরে,
আপনা আপনি বিস্মৃত যেন ;
সতত এ চিত তাহারি তরে,
বিস্মিতি-অনলে ঢালে যে কেন !—

অভাগা।

তিমির যামিনী,—ভস্মীভূত হৃদয় সহিত ;
স্মৃতি ক্ষীণ,
গায় দীন,—
পুড়ে পুড়ে হইয়াছে খাক্ জীবন তরীর।
নাহি মানে হাল,
সদা বিচঞ্চাল,
ভেসে যায় লহরে লহরে সমুদ্র পানেতে !

ধীর কাল,
অতি কাল—
আসিছে অনন্ত ছায়া ;
ঘুরিছে জীবন-তরী এবে অকুল পাথারে !
তুমি মাত্র সার মোর,
তুমি মাত্র এ ভবার্ণবের,—
অকুলেতে পার কর,— ভব-কর্ণধার !
ছিড়েছে বন্ধন,—
এবে আকিঞ্চন,
বেঁচে আছে হেতুমাত্র পৃথিবী ধিৎকার !
তবে কি কারণ,
বল তপোধন,—
দাও এ তাপিরে তাপ, সুধাই তোমারে ?
গিরি শৃঙ্গ হ'তে কত,
আঁখিজল অবিরত,—
চলিছে, ভাসিছে, এবে অনন্ত উচ্ছ্বাসে,
মিলিবে কি তব পায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বায়,
মৃদুচ্ছ্বাসে কভু কি হে ঢালিবে প্রাণেতে ?
মৃদু মৃদু ভায় যবে,
ফুলকুল ধায় তবে;
খেলা করে,—হিল্লোলে উছলে সাধে।

প্রাণে তবে জাগে ধীরে,
কি যেন—কি যেন বলে,—
আবার মিলায়ে যায় সাধের উচ্ছ্বাসে।
কি যেন রে ঘুম ঘোরে,
মধুর স্বপন সাজে,
সতত বিহরে এবে আমার প্রাণেতে।
সুধিয়া না পাই তার,
বচন সুধার ধার,
ধরি ধরি কর তার—কোথায় পলায়!
কল্পনা-কুসুম আঁকা,
পাখা বিস্তারিয়ে বাঁকা,
ধেয়ে উঠে শূন্য পানে—কোথায় মিলায়!
যায় কি সে তব কাছে,
দেখায় মানবে এবে,—
হেন দুর্ব্বলতা দেব, কেমনে সহিব বল?
যাচি প্রাণ বিনিময়,
রাখ বাণী দয়াময়,
কাতর কিঙ্করে এবে দয়া-ধার শোধ।
নিতি নিতি আমি কাঁদি,
নিতি নিতি আমি সহি,
এ বিপুল বিশ্ব মাঝে কেবল হে আমি কাঁদি।
প্রাণাধিকে, বলে যারে,

বাহু প্রসারিয়ে সাধে,—
এ পরাণ আমার ;—
দারুণ তাচ্ছল্য ভরে, সেই সে ললনা মোরে,
হানে বাণ থির সন্ধানিয়ে !
ধীর, থির, আপন মনেতে,—
তাই এবে কাঁদায় জীবনে।—
নহে কিরে পারে এবে আমায় হারাতে ?
ফুলধনু স্বপনের,—
আঁকা মাত্র হৃদয়ের,
তাই এবে ধেয়ে যায় শ্মশানে শ্মশানে—
কেন আর ভুলিতে পারিনে ?

সাগর তটে।

১

নীল নিধি রেখা পারে,
দাঁড়ায়ে উদাস প্রাণে,
কে তুমি র'য়েছ হেথা আপনার মনে ?
বিজন সে পথ অতি,

কেমনে যাইবে তুমি,
ক্ষত স্থান জ্বলে যাবে, ব্যথা মাত্র পাবে।
সাথি কি পাইবে আর,
কবিতা কুসুম-হার,
আনমনে!—আর কভু পাইবে কি তারে?
হাসি হাসি মুখ তার,
নয়নে করুণ ধার,
দেখিতে কি কভু আর পাইবে জীবনে?

২

সুধাই তোমারে প্রাণ,
বল কত দিন আর,
দাঁড়ায়ে থাকিবে ওই সাগরের ধারে।
ধীরে ধীরে স্রোত মাঝে,
শুষ্ক তৃণ ভেসে যাবে,
স্মৃতি মাত্র পড়ে রবে তোমায় কাঁদাতে!
তবে কি কারণে বল,
বৃথা তুমি জ্বালা সহ,
দারুণ—দারুণ জ্বালা এই পৃথ্বীতলে?
নিমেষেতে ভুলে যাও,
প্রেমে বিগলিত হও,
গগনেতে ভাঙ্গাতান আপনি মিলাবে।

সুদূর কন্দর হ'তে,
বদ্ধ তান ছুটে আসে,
পাগল আমার চিত্ত সতত কাঁদায়।
কে জানে কেন যে পুন,
ভুলে যাই সে সকল,
পর্ব্বতের গান এবে হারায় আমায়!
বিজন সে গীতখণ্ড,
সতত যে করে দ্বন্দ্ব,
কভু বা আসিয়া পড়ে পর্ব্বতের পায়।
এ হেন সুন্দর তার,
কভু কি দেখেছ আর,—
পুন এবে ভাঙ্গা হৃদি মাতাইয়ে গায়।

৪

গাও তবে প্রাণ ভ'রে,
চাহিনা'ক জুড়াইতে,
সুদূরের গান বড় লাগিয়াছে ভাল।
দূর—দূর—দূর ওই,
চকোর চকোরী দুই,
ভাসিতেছে গান ভরে ভুলে গিয়ে কাল;
আমিও ভুলিয়ে যাব,
আমিও গাহিব পুন,
ভাঙ্গা তান গাব আর দেখিব সে আলো।

হৃদয় কি জুড়াবে না—
ক্রন্দন কি ফুরাবে না—
সতত ডরাই আমি সেই অন্ধ-কাল!

৫

ওই এলো—ওই এলো,
ঢাকিল আমায় পুন,
সহিতে না পারি আর যন্ত্রণা অপার;
নিশ্বাস রুধিয়ে গেল,
কোথা গেলে শ্বাস পাব,
বদ্ধ বায়ু ফাটিয়া বা যাইবে আমার!
ওহো জীবন আমার,
এই ছিল হে তোমার,—
কাঁদে প্রাণ আকুলিত অশ্রুবারিধার!

৬

—সহসা স্বপন সম,
কি যেন জাগায় মম,
দূরে ধরে স্বভাবের সুন্দর কানন।
বৃক্ষপরে শাখী বসি,
গান গায় হাসি হাসি,
আকাশের পানে চায়,—অনন্ত জীবন!
দেখে দূরে তারা খসে,
আবার আসিয়া জোটে,

কোথা হ'তে কেবা আসে সুন্দর শোভন।
বিচিত্র এ খেলা ঘর,
বালক বালিকা সব,
সদা পূর্ণ করে যথা মানস আপন!

৭

হেরিয়া সে ছবিময়,
মানসে উদয় হয়,
কত যে লহর তায় নাচাইয়া চলে;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানস এক,
ভুলে গিয়ে স্বপনের,
জীবনের কথাগুলি হৃদিতন্ত্রে গাহে।
মানস আমার ফুল,
মানস আমার ভুল,
মানসের তরে প্রাণ সতত বিহরে।
কপোত কপোতী দুটী,
চঞ্চু ভরে বাসা করি,
আহ্লাদ সোহাগ ভরে লীলা সাঙ্গ করে!

৮

এ হেন সুন্দর খেলা,
কভু কি দেখেছে ধরা?
আহা! প্রেমে বিগলিত স্বপনের মত!
ঢেলে দেয় স্রোত মাঝে,

আপনা পাসরি দোঁহে,
আনমনে গায় শুধু কবিটীর মত।
কপটতা সে জানে না,
হৃদয়ও তার কহেনা—
আঁখি ঠারি নিষ্ঠুর রমণী কয় যত।
সদা সে বিহরে এবে,
আপন মানস ভুলে,
তাই এবে আমি থাকি পাখীটির মত।

৯

কেন তবে রে জীবন,
কাঁদ এবে অকারণ,
হাসি-ফাঁসি বিস্মরণ হইবিরে কবে ?
আসিছে অনন্ত ছায়া,
লোচন আমার আঁধা,
তবু কি রে ধাঁদাচক্রে ঘুরিবি জীবনে ?
ধূধূধূধূ চ'লে যায়,
সংশয় হাসির প্রায়,
কি অনন্ত মধুচক্র, সেই সুখধামে;
সুকোমল দেহ তব,
অপাঙ্গ ভ্রুভঙ্গ সহ,
ওইখানে প'ড়ে রবে সমাধি সদনে !

প্রেমের তাচ্ছল্য।

সাঁঝের আবেশে ঢলিয়ে ঢলিয়ে,
যবে সে বালিকা অলিন্দ পরেতে,
গাহিত সতত মোর পানে চেয়ে।—
হাসি হাসি মুখ,
অন্তরের কথা অন্তরে ঢাকিয়ে
কি জানি কেমনে দিয়েছিল প্রাণ,
এ জনমে আর নারিনু ফিরাতে!
কত যে তাহার তরে
আনিনু মল্লিকা মালতী ফুল,—গোলাপ একটী;
গাঁথিনু মালিকা যতন করিয়ে;
—অন্তরেতে তার কিবা যে জাগিছে,
নারিনু বুঝিতে এ জনমে আর—
আঁখি ঠারি ছিঁড়িয়া ফেলিল মালিকা সুন্দর!
যবে বিস্ফারিত নয়ন তাহার—
ধীরে ধীরে তাকাইত মোর পানে শুধু
ভুলে যেত সংসার অসার!—
তাই বুঝি সহিতেছি যন্ত্রণা অপার?
পাতার কুটীরে, তটিনীর তীরে,
পর্ব্বতের গুহা, বিজন বিপিনে,

আমার পরাণ সতত বিহরে ;
তাই বুঝি তার ভাল নাহি লাগে ?
রাজরাণী হ'তে তার বুঝি সাধ যায়,
—নহে কেন পাগলে কাঁদায় ?

ক্রমে ক্রমে দূরে—দূরে, তারকা ফুটিত যবে,
চ'লে যেত ফেলিয়া আঁধারে !
আমি শুধু থাকিতাম ব'সে, গুনিতাম তারা।—
আঁধার যামিনী, শান্ত নিশিথিনী,
স্তম্ভিত ধরা, পাগলের পারা !
স্মৃতির বিহনে, ক্লান্ত আঁখিযুগ
—ঘুমায়ে পড়িত তথা।
স্বপন আবেশে, ভাসিতে ভাসিতে
কোথায় যাইয়া পড়িতাম আমি ;—
দেখিতাম তথা, মোর সে বালিকা,—
গাঁথিছে মালিকা যতন করিয়ে !

হৃদয়ের ক্ষত মুছিয়া তখন,
অধীর-নয়নে তথায় গিয়ে
চুমিতাম আমি বালিকা কপোলে
দিত সে মালিকা আমায় যবে !
—সহসা অমনি স্বপন টুটিত,

দেখিতাম তারা জাগিছে শিরেতে ;
আঁধারে আঁধার মিশে দশদিশি
খেলিছে তাপস বুকেতে ল'য়ে !

শূন্য—হারা প্রাণ, কোথায়—কোথায়,—
খুঁজিয়া বেড়াতেম যথায় তথায় ;
নাহি পেতেম ঢুঁড়ে শান্তি নিরালয়,
চারি ধারে মোর শ্মশান জাগিত !
অবশেষে যবে দেখিতাম ধীরে,
আপন হৃদয় শ্মশান হ'য়েছে,
তখন নীরবে বসিয়া থাকিতাম।
—ক্ষণে ক্ষণে তবু লুকান অনল,
লুকায়ে লুকায়ে জ্বলিয়া উঠিত !
এখনও যাহা যতন করিয়ে
রেখেছি চাপিয়ে ভস্মরাশি মাঝে !

——— ** ———

চাতক।*

ল'য়ে চল মোরে, ল'য়ে চল মোরে,
শূন্য—মেঘেরি মাঝারে!
তোর তান বড় লেগেছে প্রাণেতে;
ল'য়ে চল মোরে ল'য়ে চল মোরে
শূন্য—মেঘেরি মাঝারে!
গাহিয়ে গাহিয়ে,
স্বরগের সুধা উজাড় করিয়ে—
ওই স্থানে মোরে,
যথা প্রাণ তব;—
দেব-দূতী হয়ে,
পথ দেখাইয়ে,
চললো সঙ্গিনী,
মোরে সাথে লয়ে,
সেই থানে যথা উধাও হয়েছে!

গহন-কাননে ভ্রমেছি আমি যে,
হস্ত, পদ, প্রাণ, বিবশ হয়েছে;
স্বরগের পরী হ'তেম যদি হায়—

* In imitation of Wordsworth's "Sky-lark".

এখনি পাখাভরে উড়িয়া যেতাম,
যথায় পরাণ তব সদাই নাচিছে!
কি জানি কি শুনি যেন,
উন্মাদ-সঙ্গীত হেন সকলি তোমাতে;
—ল'য়ে চল মোরে, ল'য়ে চল মোরে,
শূন্য—শূন্য—অগম-শূন্যেতে,
বিরামের স্থান যথা আকাশের মাঝে!
মাতোয়ারা প্রভাতের পারা
যথায় হে তুমি হাসিছ খেলিছ,
বহিছে সুধার ধারা!
আছে তব নীড়, হে চাতক ধীর,
ভালবাস, খেলা কর যথা।
পিয়াসী চাতক, নহে তুমি পৃথিবী সমান,
গান গাও সদা,—পাগল পরাণ;
—নহে তবু আমার(ও) সমান।

আনন্দ—আনন্দ প্রাণ তোমাতে আমার,
এস গাই দুজনে মিলিয়ে:
পর্ব্বত পাষাণ নদ নির্ঝরের মত
এস দিই প্রাণটী ঢালিয়ে।
আহ্লাদ সোহাগ এবে সকলি মোদের,
বহে যাগ অনন্তের ধারা,

শুনি প্রাণভোরে আমি, ভাইটির মত,
ছেড়ে যাক জীবনের কারা।

স্বপন আবেশে।

শতেক বরষ চলিয়ে গেল,
প্রবীণ হইল জীবন আমার ;
দেখিযে ওরূপ মানস পটেতে,
আঁকা আছে যথা মুখানি তাহার !

মরু-মরুময় পরাণ আমার,
আছে মাত্র শিখা হৃদয় আলোকি ;
সে দুটী আঁখিয়া মদিরা তিষার,
যথায় ভাসিছে জীবন পুলকি !

শ্মশান হয়েছে তাহারে ভাবিয়ে,
কাননেতে আর যাবনা'ক আমি ;
ফিরিয়ে ঘুরিয়ে যাব সে শ্মশানে,
বাতাসে দুলিছে যথা সে শিখাটী !

যেন সে ডাকিছে আঁখির ইঙ্গিতে—
তিষায় কাতর সতত যে আমি ;
যাই গ্রহপথে ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে—
ওই যে বালিকা খেলে হাসি হাসি !

কেন যে কাঁদায়, বুঝিতে পারিনে,
এ জনমে খালি কাঁদিতে শিখিনু ;
ফিরি পথে পথে নয়ন-কিরণে,
কি জানি কেন যে দহিনু সহিনু ?

ওই আঁখি পানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
স্বপনের স্রোত ভাসিয়ে যাইছে—
আশা-মাখা হিয়া কত না সহিছে,
তবু কি জনমে বুকটী পুরিবে ?

একটী হাসি।

কণক বরণ, রবির কিরণ,
ধীরে ধীরে যায় ভাসি ;
স্বপন মতন, হৃদয়ে যেমন,
চ'লে যায় শুধু হাসি !

আমরি পাগল, কতই সহিবি,
গঠিয়া রাখিলি হাসি ;
জীবন ফুরাবে, আশা না মিটিবে,
কাটাবি শুধুই কাঁদি ?

জীবন আমার, ঘোর তমময়,
তবুও বহিছে ধারা !
ববিষার কালে, আঁধার হইলে,
যেমন পড়য়ে ধারা !

আঁধার হইয়ে, আসে কেন হায়,
প্রকৃতিকালিমাহার !
রুদ্ধশ্বাস ফেলে, গভীরে গরজে,
ছিঁড়িয়া ফেলে সে তার !

ক্ষণে ক্ষণে দূরে দামিনী চমকে,
হৃদয় তাহাতে কাঁদে ;
যেন ধাঁদা চোকে, ধাঁদা দিতে আর',
খেলায় মোহিনী চাঁদে !

মোহিত হইয়ে, মোহিনীর ফাঁদে,
উদাস নয়নে চায় !
হেরিয়া সে রূপ, গায় অনুরূপ,
তানটী ভাসিয়ে যায় !

তাই কবি ব'সে, তটিনীর তীরে,
গোনয়ে তারার মালা।
চাঁদিমা চকোরে, তাই ভালবাসা,
প্রাণেতে সুধার ধারা !

কে জানে প্রকৃতি, প্রাণেতে তোমার,
আছে কিবা সাধ আহা !
হাসি কান্না যত, স্নেহ অবিরত,
বুঝা নাহি যায় তাহা !

নির্জ্জনে বসিয়ে, যবে মনে হয়,
সেই হাসিমাখা মুখ,—

আপনারে ভুলি, তানে তানে ঢালি,
জীবনেতে তাই সুখ!

—কিবা সুখ পুন, বুঝিতে না পারি,
কাতর পরাণ কাঁদে;
ধীরে ধীরে উঠে, আপন আবেগে,
—গভীর সাগরে ফেলে!

ক্ষীণ আলো।

প্রাণের ভিতরে মোর
জাগে তারা আঁধারের মাঝে;
কত না আদরে, কত না সহিয়ে
চুমি আমি সেই তারাটীর পর!

স্বপনে হইয়ে হারা,—
স্বপনে ভাসিয়ে যায় হৃদয়ের তারা;
আঁখিজলে সিঞ্চি সদা
জীবনের কারা!

ভেসে যায় লৌহময় হৃদয় আগার,
তবু সহে, সহিতেই হবে,
এ জীবনে কাঁদা না ফুরাবে,—
সে রাজ্যের সকলি আমার!

অপার অগাধ সেই সমুদ্রের ধারে,
বসি যবে স্মৃতি হাতে লয়ে—
ঘূর্ণ-বায়ু প্রবেশিয়ে উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
—যেন ডুবায় আমারে!

আর না উঠিতে পারি,
আর না কাঁদিতে পারি,
কোথা লয়ে ফেলে যে আমায়—
আর বুঝিতে না পারি!

একটী না কথা ফোটে,
স্তম্ভিত হইয়া পড়ে,
শ্বাস-রুদ্ধ হয় যেন মোর?
—কি ভীষণ আঁধার সে ঘোর!

চমকিয়া উঠে হিয়া,—
কালমেঘে বিজলী খেলায়!

ঝুরু ঝুরু বারি পড়ে, অভাগা চমকে চাহে,—
পুন স্মৃতি আসিয়া লুকায়!

এইরূপে বহে দিন,
ক্রমে ক্রমে আরো ক্ষীণ,
তারাটী না পাই আর খুঁজে,
বুঝি সেটী পশ্চিমে ডুবেছে?

গম্ভীর—গভীর তথা,
—নীলিমা বিরাজে!
কোথা তারে পাব আর খুঁজে—
এ জীবনে সকলি ফুরাল কি রে?

অবসানে।

পৃথিবীর শেষ পারে
যদিও গো যাও তুমি—
কাঁদায়ে আমারে;

যেই ব্রতে হইয়াছি ব্রতী,
নাহি তুমি পারিবে রুধিতে!

* * *

পরিশ্রান্ত হৃদি-পরে,
যবে আকুল হইয়ে,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে—
স্বপন আবেশে ঢলিয়ে পড়ে;
মুদে আসে নয়নের তারা,
ধীরে ধীরে বহিতেছে ধারা,
অবশেষে মিলাইয়ে যায়
সাগর সলিলে,
প্রভাতের তারাটির পারা!

* * *

ঘুমাইয়ে পড়ে,
মিশি গিয়ে অনন্তের সনে!
শূন্যের মাঝারে বসিয়ে তখন,
গাঁথে ফুলহার যতন করিয়ে!
সোহাগে লতিকাহার,—
কত যে মধুর ভাব,—
প্রীতির প্রতিমা হৃদে গঠায় যখন—
জ্বালা মুছে, স্বপন সহিয়ে!

* * *

জাগ্রতে তোমায় দেখি,
নিদ্রাতেও ভাল থাকি,
স্বপনের খেলা তাই,
বড় ভাল বুঝি !

*　*　*

গৃহের বাহির হ'লে,—
অদূরে শ্মশান হেরে
মনে পড়ে সেই খেলা,
যথায় জাগিতে তুমি !
ফুরায়েছে সেই দিন—
দেখিতাম আঁখিভোরে !
সুন্দর সলিলে চাঁদ
ভাসিয়া ভাসিয়া যবে,
খেলিত সে আপন সোহাগে,
আশা তবু মিটেছে কি তার ?—
চিতানল-ভস্মরাশি আছে মাত্র সার !

———

প্রেমের বিজ্ঞান। *

নিঝরের সাথে মিশায় তটিনী
তটিনী মিশায় সাগরের সাথে,
স্বরগ-মারুত সতত বাহিনী
একটী তানেতে মিলায়ে সবে ;
নাহিক একক কেহ এ জগতে,
সকলেই বাঁধা পবিত্র কথায়,
একটী মিশেছে অপরের সাথে—
—নহে কেন আমি গো তোমায় ?

উচ্চ শৃঙ্গ দেখ চুমিছে স্বরগ,
সাগর বেলা অপরের সাথে ;
ভগিনী-কুসুম না হবে তেয়াগ
যদি ঘৃণা করে আপন ভ্রাতারে ;
সূর্য্যরশ্মি ঢালে পৃথিবীর কায়,
চাঁদিমা চুময়ে সাগর সোহাগে—
এ সব চুমির অর্থ কিবা হায়,
—যদি তুমি নাহি চুম মোরে ?

* Translated from Shelley's "Love's Philosophy".

স্বপন-গাথা।

সুষুপ্তির প্রাণে,—
মাথাটি রাখিয়ে
যখন নীরবে
ঘুমায়ে রই ,—

চাঁদিনী জোছনা,
ঢালিছে অমিয়া,
যেন দিশে হারা,—
আমাতে নই !

নিথর নীলিমা,
বিবশা কুন্তলা,
যেন সে বিহ্বলা,
—মোহিত হই !

সুষুপ্তির মোহে,
সুষুপ্তে ঢালিয়ে,
মধুরে ফুটেছে
অমনি রই !

গলান জোছনা—
রজত বরণা,
হেম আভরণা,
মরি কি শোভা !

স্বপনের কোলে,
ঘুমের ঘোরেতে,
আকুল করিয়ে,
শোনায় গাথা !

সুষমা বালিকা,
হইয়ে বিমনা,
কাল-ধনু-বাঁকা,
—উজলে শোভা !

জ্যোতির কণিকা,
জোছনার পাবা,
—সরমেতে সারা
মধুর আহা !

ভ্রূকুটী করিয়ে,
ধনুকে জুড়িয়ে,

পড়ে আছাড়িয়ে,
পাগল হ'য়ে !

ফুলরাশি আহা,
কত না গুছিয়া,
গাঁথিয়া মালিকা
পরায় গলে !

মোহিত হইয়ে,
দেবতা সকলে,
অবাক্ হইয়ে,
চাহিয়া রহে !

কুসুমের কোলে,—
তাহার প্রাণেতে,—
আমার প্রাণেতে—
মিলায়ে যাবে ?

এ হেন স্বপন,
আর ত কথন,
দেখেনি ভুবন,
এই সে মধু !

সকলি তাহার,—
জগৎ আমার,—
সেই সুষমার,—
সকলি শুধু।

আমিও তাহার,—
সেও যে আমার,—
এবে সুষমার—
প্রাণের বঁধু!

গভীরা যামিনী,
নীরব অবনী,
সুন্দর মালিনী,
একেলা বঁধু!

খেলিছে সোহাগে,
আমার সহিতে,
—মধুরে ফুটেছে,
কুসুম-রাজি!

নিলীমা নিথর,
দূর পারাবার,

অকূল পাথার
কনকবাশি!

মালিকা গাঁথিয়ে,
সুন্দর করিয়ে,
সুন্দরের সাথে,—
বাজিছে বাঁশি।

সাঁঝের তারাটী,
হইয়া উদাসী,
সেই হাসি হাসি,
ঢালিছে রাশি!

অকস্মাৎ আহা,
কোথা সে বালিকা?—
জগৎ শৃঙ্খলা,
তাহার কাছে।

—লুকাইল দূরে,
—গহন কাননে,
—অজানিত দেশে,
আমারে ভুলে!

নাহি আর তারে,
পাইব জনমে,
শ্মশানের মাঝে,
অভাগা প্রাণে!

কোথায় লুকা'ল,
কোথায় সে গেল,—
স্বপন টুটিল,
অভাগা শিরে!

শব্দহীন বাণী।

মৃদুল লহর নাচাইয়া যায়,
কত যে কথা গোপনেতে কয়,
মৃদু চুমি চুমি
ঢুলিয়া ঢুলিয়া,
প্রাণের মাঝারে আপনি বায়!

শব্দহীন যেন কি এক কথা,
আপন হৃদয়ে আপনি গাথা,

সরমেতে মরে—
তবুও সে কয়,
ফুটন্ত ফুলের অজানিত ভাষা।

নিভন্ত রবির আধ আধ ছায়া,
প'ড়েছে তাহার কোমল প্রাণে,
তটিনীর সনে,
সন্ধ্যা সমীরণে,
ব'হে যায় যেন গানের বিভা।

এ পারে সন্ধ্যা, ও পারে দিবা,
মাঝেতে ব'সিয়ে গোধূলি রাণী,
অস্ফুট আলোকে,
আঁধারের সনে,
কহিছে গোপনে কানন-কথা।

আলোকে আঁধারে খেলিছে তথায়,
স্বপনের সরে মিশিয়ে দোঁহে ;
দুটী হাত দিয়ে,
লতিকার মত,
জড়ায়ে ধ'রেছে মোহন গলায়।

বিদায়-চুম্বন নয়নে হইল,—
এ হ'তে মধুর দেখেছ কোথায় ?
ছিন্নলতা প্রায়
ভূতলে পড়িল,—
দিবস তবুও চলিয়া গেল।

অজানিত, তবু পথ দেখাইয়ে,—
আসিছে তারকা চুপেতে চুপেতে ;
বুঝি আলো দিতে,
সাধ করে তার,—
অনন্ত আঁধার কানন মাঝেতে !

ক্ষুদ্র জ্যোতি তোর, কেমনে বল গো,
সহিবে হৃদয়ে এতেক আঁধার,
কোমল নয়ান—
কোমল পরাণ—
এত জ্বালা প্রাণে সহিবে কি তব ?

আঁখি ছল ছল অমনি বালার,—
গরবের ধারা ফেলিল তখনি
উজ্জল তারকা,
উজ্জল হইল,
ক্ষণেকের তরে ঘুচিল আঁধার !

নিস্তব্ধ আঁধার, কানন মাঝে—
গাহিল পাখী সন্ধ্যা-সমীরণে ;
পুলকে উঠিল
তাহার সে তান,
গগনের কোলে, তারার পায়ে !

গান গেয়ে সন্ধ্যা চলিয়ে গেল,
অভাগা মানব তবু না শিখিল ;
প্রেম-প্রীতি মাঝে,
জগত ভাসিছে,
অন্ধজ্ঞানে ডুবে সকলি হারা'ল !

সন্ধ্যা চ'লে গেল, কি কথা কহিল,
নীরবে ফুটিল যামিনী-হাসি,
তারা অগণন,
ভৎ'সনা করিল,—
পথহারা তারা সকলি সহিল !

জীবন টুটিল, কথা না ফুরা'ল,
উদ্ভ্রান্ত বাণী আপনি উঠিছে !

গলায়ে পাষাণ,
গায় সুমধুর,
কাননের কথা বুঝিতে নারিল!

শান্তি।

যমুনা-তীরেতে, কুসুম ফুটায়ে,
বহিত মৃদুল বায়;
তটিনীহিল্লোলে, আকুল হইয়ে,
ধাইত পরাণ তায়।

সখীটির সাথে, মিলায়ে প্রভাতে,
একটী রমণী তথা,
মৃদু মৃদু তানে, লহর উঠায়ে,
ঢালিত সুধার ধারা।

স্বপনের মত, আবেশে ঢলিয়ে,
যেন সে পড়িত তথা ;
আঁখিতে কথন, অন্তরে স্বপন,
নীল জলে দিত সাড়া।

বেণী এলাইয়ে, থির সন্ধানিয়ে,
কামধনুছাড়া তীর,
মারিত আমারে, পাগল করিত,—
পড়িত আঁখিতে নীর।

উধাও হইয়ে, পড়িতাম তথা,
লুটাতেম পদতলে ;
শুনিত না তবু, মারিত আর' সে,
ফুলের ধনুকে জুড়ে !

কেন যে সাপিনী, এবে কুহকিনী,
জর জর করে দেহ,
বুঝিতে পারিনে, তবু যাই ধেয়ে,
আমি যেন তার কেহ !

সম্পদে মাখিয়ে, নরকে ডুবিয়ে,
তুলিতে যেতাম ফুল ;—

সহসা এক দিন, স্বরগ-জ্যোতি,
ভাঙ্গিল আতুর-ভুল!

বিস্মিত হইয়ে, দেখিলাম জ্যোতি,
আসিছে আকাশ ভেদি;
সপ্ত স্বর্গ হ'তে একটী মাণিক,
ধীরে ধীরে আসে নামি!

আমার পরাণ আকুল হইল,
দেখিয়ে এবে সে আলো;
নয়ন অমনি, মুদিয়া আসিল,
স'তে না পেরে সে আলো!

কত যে কাঁদিল, বুক ব'হে গেল,
আঁধারে খুঁজিল দিশি;
পথ না পাইল, আকুল হইল,
দেখিতে না পেয়ে দীপি!

'বুঝি দেব, মোরে দয়া না করিবে,'
শুধাই শূন্যেতে আমি;—
প্রতিধ্বনি মোর, ভাসিতে ভাসিতে,
অসিত ফিরিয়ে কাঁদি।

যে দিকে তাকাই, সকলি আঁধার,
বহিছে অনল-বায় ;
ছুটিয়া যেতাম, শান্তির তরেতে,
আতুর পাগল প্রায় !

এমন সময়ে, একটী বালিকা,
নয়ন কিরণে বাঁধি,
লইয়া চলিল, স্বরগের পানে,
দেখায়ে উজল জ্যোতি !

চলিলাম সাথে, উজানে বহিয়ে,
ভীষণ সাগর পারে ;
কাঁপিছে পরাণ, টলমল দেহ,
পড়িয়া বা যাই পাছে।

নহি আর আমি কুহকিনী-দাস,
কিবা ভয় মোর আর,
যাইব ছুটিয়া বীরের মতন,
ভীষণ আঁধার পার !

সম্পূর্ণ।